বিদ'আত
ও তার অনিষ্টকারিতা

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

বিদ‘আত ও তার অনিষ্টকারিতা

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ্ আল-উছায়মীন

অনুবাদ
মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৬৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع

تأليف: محمد بن صالح العثيمين

الترجمة البنغالية : محمد عبد الرحيم

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

প্রকাশকাল
জুমাদাল উলা ১৪৩৮ হি.
ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারী ২০১৭ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

Bidater Onishtokarita by **Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen**, Translated into Bengali by Muhammad Abdur Rahim. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আমরা সঊদী আরবের খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৯২৯-২০০১ খৃ.) রচিত الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع বইটির বঙ্গানুবাদ 'বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা' সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হ'লাম। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। ইতিপূর্বে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-য়ে ধারাবাহিকভাবে *(এপ্রিল-মে ২০১৩ খৃ.)* পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকায় সম্মানিত লেখক ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা, বিদ'আতের অনিষ্টকারিতা, বিদ'আতে হাসানাহ্‌র পক্ষে পেশকৃত দলীল সমূহের অসারতা প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন। বিশেষতঃ বিদ'আতে হাসানাহ্‌র পক্ষে পেশকৃত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً ও ওমর (রাঃ)-এর উক্তি نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ এর হৃদয় শীতলকারী জওয়াব দিয়েছেন। পরিশেষে গ্রন্থকার বিদ'আতীদের প্রতি দরদমাখা নছীহত করেছেন এবং বিদ'আত পরিহার করে সুন্নাতের পথে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (নওগাঁ) বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটি 'গবেষণা বিভাগ' কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। বইটি বিদগ্ধ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

এ বইয়ের মাধ্যমে বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণাম অবগত হয়ে সকল প্রকার বিদ'আত হ'তে বিরত থাকার শিক্ষা লাভ করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা প্রদান করুন- আমীন!

-প্রকাশক

www.ahlehadeethbd.org

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি মানুষকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার দিয়েছেন। সাথে সাথে সত্য গ্রহণে পুরস্কার ও উপেক্ষা করার শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক রাসূল (ছাঃ)-এর উপর যিনি তাঁর উম্মতকে বিদ'আতের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ বিদ'আতের ফলে মানুষের আমল বাতিল হয়ে যায় এবং তওবার দরজা রুদ্ধ হয়ে যায়। বিধায় মানুষের আমল যাতে আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হয় এবং পরকালে তারা নাজাত পায় সে লক্ষ্যেই আরবী ভাষায় প্রণীত الابـــداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتـــداع বইটি বঙ্গানুবাদ করে বাংলাভাষাভাষী ভাই-বোনদের হাতে তুলে দিতে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। বইটিতে বিদ'আতের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে জানার পূর্বে বিদ'আতের পরিচয় ও ভয়াবহতা সম্পর্কে পাঠক মহলকে অবহিত করার জন্য রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও সালাফে ছালেহীনগণের কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করা হ'ল।

বিদ'আতের সংজ্ঞা (تعريف البدعة) :

বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ- নতুন সৃষ্টি, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। শারঈ অর্থে, 'আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা শরী'আতের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়'।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, البدعة في الشرع : هي إحداث ما لم يكـــن في عهد رسول الله صلى الله عليه و ســـلم. 'শরী'আতের মধ্যে বিদ'আত হ'ল এমন নব আবিষ্কার, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না'।[১]

আভিধানিক অর্থে 'বিদ'আত' কথাটি ভাল ও মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও শারঈ পরিভাষায় এটি সাধারণতঃ মন্দ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কেননা শরী'আত সম্পূর্ণটাই হেদায়াত। পক্ষান্তরে বিদ'আত সম্পূর্ণটাই ভ্রষ্টতা।

১. ইমাম নববী (রহঃ), তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ৩/২২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

অতএব শারঈ বিদ'আতের মধ্যে ভাল ও মন্দ পৃথকীকরণের কোন অবকাশ নেই। বরং শারঈ বিদ'আতের সবটাই মন্দ ও প্রত্যাখ্যাত।

ইবাদতের ক্ষেত্রে শরী'আতের মূলনীতি হ'ল- কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল না পাওয়া পর্যন্ত কোন ইবাদত না করা। অপরদিকে মু'আমালাতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হ'ল- নিষেধের দলীল না পাওয়া পর্যন্ত সে কাজ করা।[২]

বিদ'আতের প্রকারভেদ :

বিদ'আত প্রধানতঃ দুই প্রকার। যথা-

১. প্রথাগত বিদ'আত : যেমন আধুনিক যুগে জীবন যাত্রার সহজীকরণে উদ্ভাবিত বস্তুসমূহ। এটি জায়েয যতক্ষণ পর্যন্ত তা অবৈধ হওয়ার দলীল পাওয়া না যায়।

২. ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিদ'আত : সেটা হ'ল দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন আমল চালু করা বা নতুন কিছু সৃষ্টি করা। এটি হারাম। কারণ দ্বীনের আমল হচ্ছে তাওকীফী যা পুরোপুরি কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভরশীল।[৩]

দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদ'আত দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ আক্বীদার ক্ষেত্রে বিদ'আত। যেমন জাহমিয়া, মু'তাযিলা, রাফেযী ও যাবতীয় ভ্রান্ত ফিরকাসমূহের আক্বীদাহ। দ্বিতীয়তঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ'আত। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ব্যতীত অন্য তরীকায় আল্লাহ্র ইবাদত করা।

শারঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া অথবা না হওয়ার দিক থেকে বিদ'আত দুই প্রকার। যথা :

(ক) البدعة الحقيقية। তথা প্রকৃত বিদ'আত : প্রকৃত বিদ'আত হ'ল, যার সমর্থনে শরী'আতের কোন দলীল নেই। মূলতঃ তা মনগড়া, শরী'আতে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই'।[৪] যেমন আযানের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা, শবে বরাতকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে লিপ্ত হওয়া, ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা, আল্লাহু আল্লাহু বলে যিকির করা ইত্যাদি। ইসলামী শরী'আতে এসবের কোন ভিত্তি নেই।

২. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/১৭; উছায়মীন, তাফসীরুল কুরআন ৪/৫১।
৩. ইবনু তায়মীয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/১৭।
৪. ইমাম শাতেবী (রহঃ), আল-ই'তিছাম ১/২৮৬ পৃঃ।

(খ) البدعة الإضافية তথা স্থান, সময় ও পদ্ধতিগত বিদ'আত। যার দু'টি দিক রয়েছে। এক দিয়ে ইবাদত, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং অপর দিক দিয়ে বিদ'আত যা মূলত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও এর স্থান, সময় ও পদ্ধতি সুন্নাহ পরিপন্থী। যেমন আযানের পরে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা শরী'আত সম্মত। কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে দরূদ পাঠ করা, মসজিদের ভিতরে খতীবের সামনে দাঁড়িয়ে নিম্ন স্বরে আযান দেওয়া, শোক পালনের নামে দাঁড়িয়ে এক বা দু'মিনিট নীরবতা পালন করা, মধ্য শা'বানে শবেবরাতের উদ্দেশ্যে দিনে ছিয়াম ও রাতে ছালাত আদায় করা, ইমাম ও মুক্তাদির সম্মিলিত মুনাজাত ইত্যাদি কাজ সুন্নাত পরিপন্থী যা বিদ'আতে ইযাফী বা বাড়তি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

কর্মে বাস্তবায়ন এবং বর্জনের দিক থেকে বিদ'আত দু'প্রকার–

(ক) البدعة الفعلية তথা কর্মগত বিদ'আত : এমন কাজ যা ইসলামী শরী'আত সমর্থিত নয়। অথচ উক্ত কর্মের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করতে চায়। বিদ'আতীরা এই প্রকার বিদ'আত সবচেয়ে বেশী করে থাকে। যেমন- শবেবরাতের নিয়তে শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে ১০০ রাক'আত ছালাত আদায় করা, শবে মে'রাজের নিয়তে ২৭ রজবের রাতে ইবাদত করা, ঈদে মীলাদুন্নবী সহ বিভিন্ন দিবস পালন করা ইত্যাদি।

(খ) البدعة التركية তথা বর্জনের মাধ্যমে বিদ'আত : ইসলামী শরী'আতে বৈধ অথবা ওয়াজিব কোন বিষয়কে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে বর্জন করা। যেমন- আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে হালাল কোন পশুর গোশত না খাওয়া যেমনভাবে হিন্দুরা গরুর গোশত খায় না। আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে বিবাহ না করা যেমনভাবে খ্রিষ্টান পাদ্রীরা বিবাহ করে না।

বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়নের দিক থেকে বিদ'আত দু'প্রকার–

(ক) البدعة الإعتقادية তথা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদ'আত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত বিষয়ের বিপরীত কোন বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা,

যদিও সে তার বিশ্বাস অনুযায়ী আমল না করে। যেমন- খারেজী, শী'আ, মু'তাযিলা, মুরজিয়া, জাহমিয়া, ক্বাদারিয়া সহ বিভিন্ন পথভ্রষ্ট দলগুলির আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিশ্বাস।

(খ) البدعة العمليـــة তথা কর্মগত বিদ'আত : এমন কোন কাজকে ইবাদত হিসাবে পালন করা যা শরী'আত সমর্থিত নয়। অর্থাৎ সুন্নাত পরিপন্থী আমল করা।[৫]

বিদ'আত চালু হওয়ার কতিপয় কারণ :

বিদ'আত চালু হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) অজ্ঞতা : অজ্ঞতার কারণে অধিকাংশ বিদ'আত সৃষ্টি হয়। কেননা অজ্ঞতার ফলে মানুষ শরী'আতের সঠিক বিষয় জানতে পারে না। আবার কেউ কিছু জানলেও তার ছহীহ-যঈফ সম্পর্কে অবহিত নয়। ফলে যে যা বলে তা নিজে গ্রহণ করে এবং অন্যের নিকট প্রচার করে।[৬]

(২) প্রবৃত্তির অনুসরণ : প্রবৃত্তির অনুসরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়, যা মানুষকে আত্মপুজারী বানিয়ে দেয়। আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়েই মানুষ বিদ'আতে লিপ্ত হয়।[৭]

(৩) যুক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়া : কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ছেড়ে যে ব্যক্তি আক্বল বা যুক্তির উপর নির্ভর করে সে পথভ্রষ্ট হয়ে বিদ'আতে জড়িয়ে পড়ে।[৮]

(৪) অন্ধ অনুকরণ ও গোঁড়ামি : অধিকাংশ মানুষ তাদের পূর্ব পুরুষ ও পীর-মাশায়েখদের তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুকরণ করে এবং নিজ মাযহাবের ব্যাপারে গোঁড়ামি করে থাকে। ফলে বিদ'আতের বিস্তার ঘটে ও সুন্নাতের গুরুত্ব হ্রাস পায়।[৯]

---

৫. আলী মাহফূয, আল-ইবদা' ফী মায়াররিল ইবতিদা', পৃঃ ৪৬।
৬. ইসরা ১৭/৩৬; বুখারী হা/১০০; মিশকাত হা/২০৬।
৭. ছা'দ ৩৮/২৬; জাছিয়া ৪৫/২৩।
৮. হাশর ৫৯/৭; আহযাব ৩৩/৩৬; দারেমী হা/১৮৯; আছার ছহীহাহ হা/২৫৫।
৯. বাক্বারাহ ২/১৭০; যুখরুফ ৪৩/২২; আহযাব ৩৩/৬৬-৬৭।

(৫) বিদ'আতপন্থীদের সংশ্রব ও তাদের সাথে উঠা-বসা করা : বিদ'আতপন্থীদের সংশ্রব ও তাদের সাথে উঠা-বসা করার ফলে মানুষ বিদ'আতী আমল শুরু করে। এক সময় তা সমাজে বিস্তার লাভ করে। এজন্য আলাহ তা'আলা বিদ'আতের অনুসারীদের সংশ্রবকে নিন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১০]

(৬) আলেমদের নীরবতা ও সঠিক ইলম গোপন করা : ইমামতির লোভ, চাকুরী ও ক্ষমতা ধরে রাখা ইত্যাদি কারণে আলেমরা বিদ'আত জানা সত্ত্বেও নীরব থাকে। কখনও কখনও হক জেনেও তা প্রকাশ করে না। যা সমাজে বিদ'আত ও ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ।[১১]

(৭) কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন ও তাদের সংস্কৃতির অনুসরণ করা : মুসলিমদের মাঝে বিদ'আত ছড়ানোর বড় কারণ হ'ল অমুসলিমদের সংস্কৃতির অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানরা এসব নিজেদের ধর্মীয় প্রথা মনে করে পালন করে।[১২]

(৮) দুর্বল ও জাল হাদীছের উপর নির্ভর করা : এটি সবচেয়ে বড় কারণ। জাল-যঈফ হাদীছের উপর নির্ভর করার ফলে অধিকাংশ বিদ'আত সৃষ্টি হয়েছে এবং এর প্রসার ঘটেছে। অধিকাংশ বিদ'আতপন্থীই অনির্ভরযোগ্য, দুর্বল ও মিথ্যা হাদীছের উপর নির্ভর করে এবং ছহীহ হাদীছ পরিত্যাগ করে। ফলে অনিবার্য ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়।

বিদ'আতের ভয়াবহতা :

বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সতর্কবাণী : 'বলে দাও, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব? তারা হ'ল সেই সব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফলে গেছে। অথচ তারা ভেবেছে যে, তারা সৎকর্ম করছে' *(কাহাফ ১৮/১০৩-১০৪)*।

বিদ'আতের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ *(ছাঃ)*-এর স্পষ্ট ঘোষণা, مَنْ اَحْدَثَ فِـــى اَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ– 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৩]

---

১০. ফুরকান ২৫/২৭-২৯; আন'আম ৬/৬৭; বুখারী হা/৫৫৩৪; মুসলিম হা/২৬২৮।
১১. বাক্বারাহ ২/১৫৯-১৬০,১৭৪; আলে ইমরান ৩/১০৪; মুসলিম হা/৪৯,৫০; মিশকাত হা/৫১৩৭, ২২৩।
১২. আহমাদ হা/২১৯৪৭; বুখারী হা/৭৩২০; যিলালুল জান্নাহ হা/৭৬।
১৩. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।

তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتى يَدَعَ بِدْعَتَــهُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বিদ'আতীর তওবার দরজা বন্ধ করে দেন যতক্ষণ না সে তার বিদ'আতী কর্ম পরিত্যাগ করে।[১৪]

বিদ'আতীরা কিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত ও হাউযে কাওছারের পানি পান থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِى، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّى . فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ. فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ-

'আমি তোমাদের পূর্বেই হাউযে কাওছারের নিকটে গিয়ে পৌঁছব। যে ব্যক্তি আমার নিকট দিয়ে গমন করবে, সে উহার পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে, সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। এমন সময় আমার নিকটে কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার মাঝে ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার অবর্তমানে এরা কী সব নতুন নতুন পথ ও মত (বিদ'আত) আবিষ্কার করেছিল। একথা শুনে আমি বলব, দূর হও! দূর হও! যে ব্যক্তি আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছ'।[১৫]

বিদ'আতীকে স্বয়ং আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং সকল মানুষ অভিশাপ দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْــهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'যে ব্যক্তি সেখানে (মদীনায়) বিদ'আত

১৪. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪২০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৪।
১৫. বুখারী হা/৬৫৮৩; মুসলিম হা/২২৯৬; মিশকাত হা/৫৫৭১।

আবিষ্কার করল বা কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দিল, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হয়'।[১৬] ইবনু বাত্ত্বাল (রহঃ) বলেন, হাদীছে মদীনার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে তার বিশেষ মর্যাদার কারণে। অন্যথা এটি জানা বিষয় যে, বর্ণিত হুকুম সকল স্থানের সকল বিদ'আতীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বিদ'আতীকে আশ্রয় দানকারী ব্যক্তি তার গুনাহের অংশীদার হবে'।[১৭]

বিদ'আতীর ফরয-নফল কোন ইবাদতই আল্লাহ কবুল করেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার (বিদ'আতীর) ফরয ও নফল কিছুই কবুল করবেন না।[১৮]

বিদ'আত ভ্রষ্টতার দরজা উন্মুক্তকারী। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কিছুদিন পরে মসজিদে নববীতে হালকায়ে যিকরে বসা একদল মানুষের উদ্দেশ্যে ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছিলেন, শুনে রাখো! 'ঐ যে, নবীর ছাহাবীগণ অধিক সংখ্যায় জীবিত আছেন। এইযে নবীর কাপড়-চোপড় এখনো পুরাতন হয়নি। তাঁর ব্যবহৃত পানপাত্র সমূহ এখনো ভেঙ্গে যায়নি। وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ 'যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! নিশ্চয়ই তোমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরী'আত অপেক্ষা সঠিক ও উঁচুতর শরী'আতের উপর আছো! অন্যথা তোমরা ভ্রষ্টতার দার উন্মুক্তকারী।[১৯]

কোন সমাজে বিদ'আত চালু হ'লে সেখান থেকে সেই পরিমাণ সুন্নাত উঠে যায়। হাসসান বিন আত্বিয়াহ (রহঃ) বলেন, যখন কোন কওম দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য হ'তে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন।[২০] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, اتَّبِعُوا، وَلاَ تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ، كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'তোমরা অনুসারী হও। বিদ'আত কর না।

১৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭২৮।
১৭. বুখারী হা/৭৩০৬-এর ব্যাখ্যা; ফাতহুল বারী ১৩/২৯৫।
১৮. বুখারী হা/৭৩০০; মুসলিম হা/১৩৬৬।
১৯. দারেমী হা/২০৪; ছহীহাহ হা/২০০৫।
২০. দারেমী হা/৯৮; মিশকাত হা/১৮৮; আছার ছহীহাহ হা/২৯, সনদ ছহীহ।

তোমরা (শরী'আত) পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হয়েছ। প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[২১]

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ , وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। যদিও লোকেরা সেটাকে সুন্দর মনে করে'।[২২]

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, وَسَتَجِدُوْنَ أَقْوَامًا يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ يَدْعُوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَقَدْ نَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيْقِ 'তোমরা অচিরেই কিছু দলকে দেখবে যারা নিজেদেরকে মনে করবে যে, তারা আল্লাহ্র কিতাবের দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করছে। অথচ তারা কুরআনকে তাদের পশ্চাতে ছুড়ে ফেলেছে। অতএব তোমাদের জন্য জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। তোমরা বিদ'আত, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকবে। আর তোমাদের জন্য পূর্ববর্তীদের সুন্নাত অনুসরণ করা আবশ্যক।[২৩]

ইমাম মালেক (রহঃ) বিদ'আতীদের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, مَنِ ابْتَدَعَ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً، زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ، لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا، فَلَا يَكُوْنُ الْيَوْمَ دِيْنًا. 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদ'আত চালু করল অতঃপর তাকে ভালো কাজ বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম' *(মায়েদাহ ৫/০৩)*। অতএব সে সময়ে (রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের সময়ে) যা দ্বীন হিসাবে গৃহীত ছিল না বর্তমানেও তা দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না।[২৪]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ. 'যে ব্যক্তি সুন্দর ভেবে নতুন কিছু করল সে যেন শরী'আত রচনা করল'।[২৫]

---

২১. দারেমী হা/২০৫; আছার ছহীহাহ হা/৪২।
২২. মারুযী, আস-সুন্নাহ হা/৮২; ইবনু বাত্ত্বাহ, আল-ইবানাহ হা/২০৫; আছার ছহীহাহ হা/১২১।
২৩. মু'জামুল কাবীর হা/৮৮৪৫; দারেমী হা/১৪৩; আছার ছহীহাহ হা/৪২।
২৪. শাতেবী, আল-ই'তিছাম ১/৬৪-৬৫।
২৫. শাতেবী, আল-ই'তিছাম ১/৬৩৭; যঈফাহ হা/৫৩৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বিদ'আতী আমলের দিকে আহ্বানকারীদের শাস্তি আরো ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئً 'যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানালো। তার উপর ঐ পরিমাণ গুনাহ চাপানো হবে, যে পরিমাণ গুনাহ তার আমলকারীর উপরে চাপবে। তাদের গুনাহ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না।[২৬]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ الْمَعْصِيَّةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا 'বিদ'আত ইবলীসের নিকট গুনাহ থেকে প্রিয়। কেননা গুনাহ থেকে মানুষ তওবাহ করে। কিন্তু বিদ'আত থেকে বিদ'আতী তওবাহ করে না।[২৭]

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْبِدْعَةُ شَرٌّ مِنْ الْمَعْصِيَةِ 'আর বিদ'আত গুনাহ থেকে অধিক অনিষ্টকর'।[২৮]

উল্লেখ্য যে, বিদ'আতে হাসানাহ ও সাইয়েআহ নামে বিদ'আতের কোন প্রকারভেদ নেই। তবে বিদ'আতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যার সর্বোচ্চ স্তর শিরক। যেমন গুনাহের সর্বোচ্চ স্তর শিরক, এরপর বিদ'আত, তারপর কাবীরা গুনাহ অতঃপর ছগীরা গুনাহ।[২৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যেকোন প্রকার বিদ'আতী আমল থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!

২৬. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮ 'ইলম' অধ্যায়।
২৭. শু'আবুল ঈমান হা/৯০০৯; মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৪৭২।
২৮. মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৪৭২।
২৯. ইবনুল কাইয়িম, বাদায়ে'উল ফাওয়াইদ ২/৩৬০-৩৬১।

লেখক পরিচিতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তুমি সত্য কাহিনী বর্ণনা কর যাতে লোকেরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে' *(আ'রাফ ৭/১৭৬)*।

সঊদী আরবের খ্যাতিমান আলেম, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, মহান ফকীহ, মুফতী ও সঊদী সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য শায়খ মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) আধুনিক মুসলিম বিশ্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। Wikipedia-তে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী ও শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায-এর সাথে উছায়মীনকেও বিংশ শতকের শেষার্ধের শীর্ষস্থানীয় বিদ্বান হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

আজীবন দরস-তাদরীস ও দাওয়াতী কাজে নিবিষ্টচিত্ত এই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৪১৪ হিজরী/৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ ফায়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন।

নাম ও জন্ম : তাঁর পূর্ণ নাম হল আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন মুহাম্মদ বিন সুলায়মান বিন আব্দুর রহমান আল-উছায়মীন আল-ওয়াহাবী আত-তামীমী। তিনি ১৩৪৭ হিজরীর ২৭শে রামাযান, মোতাবেক ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক সঊদী আরবের 'আল-কাছীম' (القصيم) প্রদেশের 'উনায়যা' (عنيزة) নগরীতে এক মুত্তাকী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চতুর্থ ঊর্ধ্বতন পুরুষ উছমান 'উছায়মীন' রূপে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে এ শব্দটি উছায়মীনের নামের সাথে যুক্ত হয় এবং তিনি মুসলিম বিশ্বে 'শায়খ উছায়মীন' নামেই সমধিক পরিচিতি লাভ করেন।[৩০]

শৈশব ও শিক্ষা জীবন : তাঁর পিতা তাঁকে কুরআন মাজীদ শিক্ষার জন্য নানা আব্দুর রহমান বিন সুলায়মান আলে দামিগ (রহঃ)-এর কাছে ভর্তি করে দেন। আর এ থেকেই তিনি ইলমে দ্বীনের জান্নাতী উদ্যানে পদার্পণ

৩০. ওয়ালীদ বিন আহমাদ হুসাইন, আল-জামি লিহায়াতিল আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (মদীনা মুনাওয়ারা : ১৪২২হিঃ/২০০২ খ্রিঃ), পৃঃ ১০; www.wikipedia.org.

www.ahlehadeethbd.org

করেন। এরপর তিনি কুরআন হিফয করার জন্য একটি মাদরাসায় ভর্তি হন এবং মাত্র ১৪ বছর বয়সে ছয় মাসে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি হাতের লেখা, অংক ও আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-মুতাওয়া (রহঃ)-এর কাছে তাওহীদ, ফিকহ ও আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা অর্জনের পর তিনি উনায়যার খ্যাতিমান আলেম, মুফাসসির ও মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দীর (মৃঃ ১৩৭৬ হিঃ) দরসে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ তিনি তাঁর কাছে তাফসীর, হাদীছ, সীরাত, তাওহীদ, ফিকহ, উছূলে ফিকহ, ফারায়েয, নাহু প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। তাছাড়া শায়খ আব্দুর রাযযাক আফীফীর নিকট নাহু ও বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) এবং শায়খ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন আওদান (রহঃ)-এর নিকট ফারায়েয ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন।[৩১]

উচ্চশিক্ষার্থে রিয়াদ গমন : এরপর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ১৩৭২ হিজরীতে রিয়াদের 'আল-মা'হাদুল ইলমী'তে ভর্তি হন। এখানে তিনি তাফসীরে 'আযওয়াউল বায়ান'-এর লেখক শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী (মৃঃ ১৩৯৩ হিঃ), শায়খ আব্দুল আযীয বিন নাছির বিন রশীদ, আব্দুর রহমান আফ্রিকী (মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ) প্রমুখের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী বিশ্ববরেণ্য আলেম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হিঃ/১৪মে ১৯৯৯ খ্রিঃ)-এর কাছে ছহীহ বুখারী, ফিকহ ও ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর কিছু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। শায়খ উছায়মীনের জীবনে শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দী ও শায়খ বিন বায-এর প্রভাব ছিল সব থেকে বেশী।[৩২] সাথে সাথে তিনি রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদ থেকে ১৩৭৭ হিজরীতে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন।

---

৩১. মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলু ফাযীলাতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রিয়াদ : দারুছ ছুরাইয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), ১/৯; আল-জামি, পৃঃ ৪৮-৪৯।

৩২. আব্দুর রহমান বিন ইউসুফ আর-রহমাহ, আল-ইনজায ফী তারজামাতিল ইমাম আব্দুল আযীয বিন বায (রিয়াদ : দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২৮ হিঃ), পৃঃ ৯৫; আল-জামি, পৃঃ ৪৮; মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল ১/১০।

কর্মজীবন : শায়খ উছায়মীন ১৩৭০ হিজরীতে উনায়যার 'আল-জামিউল কাবীর'-এ শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। রিয়াদের 'আল-মা'হাদুল ইলমী' থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি ১৩৭৪ হিজরীতে উনায়যার 'আল-মা'হাদুল ইলমী'তে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৩৯৮-৯৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষ থেকে আজীবন তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আল-কাছীম' শাখার শরী'আহ অনুষদে পাঠদান করেন। তাছাড়া তিনি উনায়যার 'আল-জামি আল-কাবীর' (গ্র্যান্ড মসজিদ)-এ প্রত্যেক দিন দরস প্রদান করতেন।

ইসলাম প্রচারে কর্মতৎপরতা : পাঠদান ছিল শায়খের ইসলাম প্রচারের প্রধান মাধ্যম। হজ্জের সময় তিনি বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে হাজীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করে দিকনির্দেশনা দিতেন। সঊদী আরবের বিভিন্ন নগরীতে দাওয়াতী সফর, গ্রন্থ প্রকাশ, রেডিও ও টেলিফোনের মাধ্যমে ইউরোপ-আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বক্তব্য পেশ, রামাযান মাস ও গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে দরস প্রদান, বিভিন্ন বিষয়ে ফৎওয়া প্রদান, 'আল-কাছীম' এলাকার বিচারক, উনায়যার 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ পরিষদের' (هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) সদস্য ও খতীবদের সাথে এবং বুরায়দা অঞ্চলের দাঈদের সাথে ইলমী আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি দাওয়াতী কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন।[৩৩]

বিভিন্ন পরিষদের সদস্য : তিনি ছাত্রদের শিক্ষাদান ও দাওয়াতী কাজের প্রচণ্ড ব্যস্ততা সত্ত্বেও ১৪০৭ হিজরী থেকে আজীবন সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ (هيئة كبار العلماء) ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদের সদস্য, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কাছীম শাখার শরী'আহ অনুষদের সদস্য সহ বিভিন্ন পরিষদের সদস্য হিসাবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

শায়খ উছায়মীনের মাযহাব : শায়খ উছায়মীন (রহঃ) মাস'আলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের মাসলাকের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি নির্দিষ্ট

৩৩. আল-জামি', পৃঃ ১১৩-২২, ১৪২-৪৬।

www.ahlehadeethbd.org

কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করতেন না। বরং দলীলের আলোকে যে মতটি গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, সেটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। হাম্বলী মাযহাবের 'যাদুল মুসতাকনি' গ্রন্থের ভাষ্য 'আশ-শারহুল মুমতি'-এর শুধু 'পবিত্রতা' অধ্যায়ে ৮৯টি মাস'আলায় হাম্বলী মাযহাবের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। শায়খের জীবদ্দশায় ৮ খণ্ডে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের মোট ৯৫০টি মাস'আলায় তিনি হাম্বলী মাযহাবের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলতেন, شيخ الإسلام ابن تيمية محبوب إلينا، لكن الحق أحب إلينا منه 'শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া আমাদের প্রিয়পাত্র। কিন্তু হক তাঁর চেয়ে আমাদের নিকট অনেক বেশি প্রিয়'।[৩৪]

গ্রন্থাবলী : শায়খ উছায়মীন শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- মাজমূউ ফাতাওয়া ও রাসাইল (১৬ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, যা ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হওয়ার কথা), ফাতহু যিল জালালে ওয়াল ইকরাম (এটি বুলূগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ১০ খণ্ডে প্রকাশিত), তাফসীরুল কুরআনিল কারীম, আশ-শারহুল মুমতি' (৮ খণ্ড প্রকাশিত, যা ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত হওয়ার কথা), আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ (৩ খণ্ড), শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন (৭ খণ্ড), শারহুল আকীদা আল-ওয়াসিতিয়্যাহ (২ খণ্ড), মাজালিসু শাহরি রামাযান, আল-মানহাজ লিমুরীদিল ওমরা ওয়াল হজ্জ, আল-উছূল মিন ইলমিল উছূল, শারহুল আজরুমিয়াহ, শারহু ছালাছাতিল উছূল, শারহু কাশফিশ-শুবহাত, শারহু মানযূমাতিল ক্বালায়েদিল বুরহানিয়াহ, শারহু মানযূমাতিল বায়কূনিয়াহ, শারহ নাযমিল ওয়াকারাত, মামযূমাতু উছূলিল ফিকহি প্রভৃতি।

মৃত্যু : বিশ্ববরেণ্য এই আলেমে দ্বীন ১৪২১ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল মোতাবেক ২০০১ সালের ১০ই জানুয়ারী রোজ বুধবার মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে ৭৪ বছর বয়সে জেদ্দা নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন মসজিদে হারামে ছালাতে জানাযা শেষে তাঁকে মক্কার 'আল-আদল' কবরস্থানে স্বীয় শিক্ষক শায়খ বিন বাযের পাশে দাফন করা হয়।[৩৫] মৃত্যুর সময় তিনি পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে ও অসংখ্য দ্বীনি ভক্ত রেখে যান। তাঁর পাঁচ ছেলে হলেন- আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, ইবরাহীম, আব্দুল আযীয ও আব্দুর রহীম।

---

৩৪. ঐ, পৃঃ ৭৬, ১০৩-১০৪।
৩৫. আল-জামি', পৃঃ ১৭৯; www.ibnothaimeen.com.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। আমরা আমাদের আত্মার অনিষ্টতা ও মন্দ কর্ম হ'তে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে বিভ্রান্তকারী কেউ নেই। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে সুপথ প্রদর্শনকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন, উম্মাহকে নছীহত করেছেন এবং মৃত্যু অবধি আল্লাহ্‌র পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি তাঁর উম্মতকে এক উজ্জ্বল পথের (সুন্নাতের) উপর রেখে গেছেন, যার রাত্রি দিনের মত। তা থেকে কেবল ধ্বংসপ্রাপ্তরাই বিচ্যুত হবে। এ উম্মত তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন অনুভব করবে, তার সবগুলো তিনি তাতে বর্ণনা করেছেন। এমনকি আবু যার (রাঃ) বলেন, مَا تَرَكَ النبي صلى الله عليه وسلّم طَائِراً يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْماً– 'আকাশে যে পাখি তার দু'ডানা ঝাপটায় তার জ্ঞান সম্পর্কেও নবী করীম (ছাঃ) আমাদের নিকট আলোচনা করেছেন'।[৩৬]

---

৩৬. মুসনাদে আহমাদ হা/২১৬৮৯, ২১৭৭০, ২১৭৭১, ২১৩৯৯; ছহীহাহ হা/১৮০৩। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ– 'আল্লাহ তোমাদেরকে যে সকল কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন আমি তার কোনটাই তোমাদেরকে বলতে ছাড়িনি। আর আল্লাহ তা'আলা যে সকল কাজ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন সেসব বিষয় আমি তোমাদেরকে নিষেধ করে দিয়েছি' *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৩২২১; শু'আবুল ঈমান হা/১১৮৫; ছহীহাহ হা/১৮০৩)*। তিনি আরো বলেন, مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ 'যার মাধ্যমে (যে আমলের দ্বারা) জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়া

একজন মুশরিক সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে বলল, তোমাদের নবী পেশাব-পায়খানার নিয়ম-কানূন পর্যন্ত তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) তখন বললেন, أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ 'হ্যাঁ, আমাদের নবী আমাদেরকে কেবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে, ডান হাত দ্বারা ইসতিনজা করতে, তিনটির কম ঢেলা ব্যবহার করতে এবং গোবর বা হাড্ডি দ্বারা ইসতিনজা (কুলুখ ব্যবহার) করতে নিষেধ করেছেন'।[৩৭]

আর অবশ্যই আপনি দেখতে পাবেন যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাগত বিষয় সমূহ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাওহীদ ও তার প্রকারভেদ, এমনকি মজলিস ও অনুমতি প্রার্থনার আদবও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ 'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিও, আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন' *(মুজাদালা ৫৮/১১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتاً غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ، فَإِن لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না

এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তার সবকিছুই তোমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে *(মু'জামুল কাবীর হা/১৬৪৭; ছহীহাহ হা/১৮০৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন যে, مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَّدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ– 'প্রত্যেক নবীর উপর এটি অপরিহার্য করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর উম্মতের নিকট আল্লাহর নিকট হ'তে আনীত যাবতীয় কল্যাণকর জিনিস বর্ণনা করে দিবেন এবং তাদেরকে যাবতীয় অন্যায় কর্ম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিবেন' *(মুসলিম হা/১৮৪৪, 'ইমারত' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/২৪১)*। এ সকল হাদীছ দ্বীনের পূর্ণতার সুস্পষ্ট দলীল।- অনুবাদক।

৩৭. মুসলিম হা/২৬২; মিশকাত হা/৩৩৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।

নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম প্রদান না করে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। অতএব যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহ'লে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত' *(নূর ২৪/২৭-২৮)*।

এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদের আদবও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ– 'আর বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের কামনা রাখে না, তারা যদি সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে, তাতে তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম' *(নূর ২৪/৬০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوْراً رَّحِيْمًا– 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ 'তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে' *(নূর ২৪/৩১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا 'আর পিছনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। নিশ্চয়ই কল্যাণ রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমরা গৃহে প্রবেশ কর সম্মুখ দরজা দিয়ে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৯)*।[৩৮]

৩৮. বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, কুরায়েশরা নিজেদেরকে 'হুম্স' (কঠোর দ্বীনদার) বলত। সেকারণ তারা অন্যদের থেকে পার্থক্য বুঝানোর জন্য ইহরাম অবস্থায় বাড়ীর সম্মুখ দরজা

www.ahlehadeethbd.org

এছাড়া আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলির মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয় যে, নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্ম সর্বব্যাপী ও পরিপূর্ণ, তা বাড়তি কিছু করার প্রয়োজন অনুভব করে না। তেমনি তাতে কমতি করাও জায়েয নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَـــيْءٍ 'আর আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি (দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের প্রয়োজনীয় ফরয-ওয়াজিব, হালাল-হারাম) সকল কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা হিসাবে' *(নাহল ১৬/৮৯)*। মানুষ তাদের ইহকাল ও পরকালে যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন অনুভব করে, তার সবগুলিই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। হয়তঃ সরাসরি বা ইঙ্গিতে অথবা শব্দগতভাবে বা মর্মগতভাবে।

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! কতিপয় মানুষ সূরা আন'আমের ৩৮ নং আয়াতের مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَـــيْءٍ '(তাদের হেদায়াতের বিষয়ে) কোন কিছুই আমরা এই কিতাবে বলতে ছাড়িনি' অংশের ব্যাখ্যা করেন যে, কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল কুরআন। অথচ সঠিক কথা হ'ল এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল লাওহে মাহফূয। আল্লাহ তা'আলা نفـــى বা নাসূচক বাক্যের চেয়ে অলংকারপূর্ণভাবে কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, وَنَزَّلْنَـــا عَلَيْـــكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُـــلِّ شَـــيْءٍ 'আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি' *(নাহল ১৬/৮৯)*। সুতরাং এ আয়াতটি অধিক অর্থপূর্ণ ও সুস্পষ্ট مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ থেকে।

হয়তঃ কোন প্রশ্নকারী বলতে পারেন, আমরা কুরআনের কোথায় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও তার রাক'আত সংখ্যা পাব? আর এটা কেমন করে হ'তে পারে যে, আমরা কুরআনে প্রত্যেক ছালাতের রাক'আত সংখ্যার বর্ণনা পাব না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি' *(নাহল ১৬/৮৯)*।

দিয়ে প্রবেশ করত এবং বাকী আরবদের জন্য বিধান ছিল যে, তারা ইহরাম অবস্থায় বাড়ীর পিছন দিয়ে প্রবেশ করবে। তার প্রতিবাদে অত্র আয়াত নাযিল হয়' *(বুখারী হা/৪৫১২; মুসলিম হা/৩০২৬; কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।-অনুবাদক।

এর উত্তর হ'ল, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের উপর আবশ্যক হ'ল রাসূল (ছাঃ) যা বলেছেন এবং যে বিষয়ে আমাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন তা গ্রহণ করা। আল্লাহ বলেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে রাসূলের আনুগত্য করল সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল' *(নিসা ৪/৮০)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا– 'রাসূল যা তোমাদের দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

অতএব হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি কুরআনের ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা হাদীছ অহি-র একটি প্রকার, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং তাকে সেটা শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ 'আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না' *(নিসা ৪/১১৩)*। এর উপরে ভিত্তি করে বলা যায়, হাদীছে যা এসেছে তা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে।

ভ্রাতৃমণ্ডলী! যখন আপনাদের নিকট এ বিষয়টি প্রমাণিত হ'ল, তখন বলুন তো নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন অথচ দ্বীনের এমন কোন বিধান বর্ণনা করা কি তিনি বাকী রাখলেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়?

কখনো না। কারণ রাসূল (ছাঃ) দ্বীনের সার্বিক বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর কথা, কর্ম ও সমর্থনের মাধ্যমে। স্বপ্রণোদিত হয়ে বা কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার মাধ্যমে। আবার কখনো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যন্ত মরুভূমি থেকে কোন বেদুঈনকে দ্বীনের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছেন। যে বিষয়ে তাঁর নিত্য সঙ্গী ছাহাবায়ে কেরামও তাঁকে প্রশ্ন করেননি। এজন্য কোন বেদুঈন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে ছাহাবায়ে কেরাম আনন্দিত

হ'তেন। মানুষ ইবাদতের ক্ষেত্রে, পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ও জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন অনুভব করে, তার কোনটিই নবী করীম (ছাঃ) বর্ণনা করতে ছাড়েননি। এর প্রমাণ হ'ল আল্লাহ তা'আলার বাণী, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

হে মুসলিম ভাই! আপনার নিকট যখন এ বিষয়টি স্পষ্ট হ'ল তখন জেনে রাখুন, যেকোন ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন বিধান প্রবর্তন করবে, যদিও তা সৎ উদ্দেশ্যে করা হয়, তার এই বিদ'আত ভ্রষ্টতার সাথে সাথে আল্লাহ্র দ্বীনের বিরুদ্ধে এক বড় আঘাত এবং নিম্নের আয়াতের প্রতি মিথ্যারোপ বলে বিবেচিত হবে الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। কেননা এই বিদ'আতী যে আল্লাহ্র দ্বীনে নতুন বিধান প্রবর্তন করল, যা তাতে নেই, সে যেন তার স্বরে বলল, দ্বীন পরিপূর্ণ হয়নি। কেননা সে মনে করে, যে বিদ'আত সে চালু করেছে সে বিষয়ে শরী'আত অপূর্ণাঙ্গ ছিল, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল, মানুষ এমন বিদ'আত চালু করে যা আল্লাহ্র সত্তা, নাম ও গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। অতঃপর সে বলে যে, সে ঐ বিষয়ে তার রবের মর্যাদা ও পবিত্রতা বর্ণনাকারী এবং নিম্নের আয়াতের অনুসরণকারী فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 'অতএব তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহ্র সাথে সমকক্ষ নির্ধারণ করো না' *(বাক্বারাহ ২/২২)*।

এর চেয়ে আপনি আরো অবাক হবেন যে, সে দ্বীনের মধ্যে এমন বিষয়ে বিদ'আত সৃষ্টি করে যা আল্লাহ্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। যার উপর সালাফে ছালেহীন ও ইমামগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। অতঃপর সে বলে, সে নাকি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনাকারী, তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণাকারী এবং উক্ত আয়াতের

অনুসরণকারী। আর যে তার (বিদ'আতীর) বিরোধিতা করে সে আল্লাহ্র গুণের সাথে সাদৃশ্য প্রদানকারী। এছাড়া এরূপ বিভিন্ন মন্দ নামে ডাকে।

অনুরূপভাবে আপনি ঐ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তাজ্জব হবেন যারা আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত এমন বিদ'আত সৃষ্টি করে, যা তাতে নেই। আর এর মাধ্যমে তারা দাবী করে যে, তারাই রাসূল (ছাঃ)-কে মহব্বতকারী এবং সম্মানকারী। আর যারা তাদের এ বিদ'আতকে সমর্থন করে না তারা রাসূল (ছাঃ)-কে অপসন্দকারী। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে তারা যে বিদ'আত সৃষ্টি করেছে তার বিরোধিতা যারা করে, তারা তাদেরকে এ জাতীয় বিভিন্ন মন্দ নামে ডাকে।[৩৯] আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল এ ধরনের লোকেরা বলে, আমরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সম্মানকারী। অথচ তারা রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আনীত শরী'আত ও দ্বীনের মধ্যে এমন নীতি চালু করে, যা তাতে নেই। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সেটা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে অগ্রণী হওয়ার শামিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ *(হুজুরাত ৪৯/১)*।

ভ্রাতৃমণ্ডলী! আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করছি এবং আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে বলছি আর আপনাদের আন্তরিক জবাব চাচ্ছি, আবেগী জবাব নয়। দ্বীনের দাবীতে; অন্ধ অনুকরণের দাবীতে নয়। যারা আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে এমন বিদ'আত সৃষ্টি করে, যা তাতে নেই, তাদের ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? চাই সেই বিদ'আত আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী ও নাম সমূহের সাথে সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত হোক। অতঃপর তারা বলে, আমরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে সম্মান দানকারী। এরা কি আসলেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে সম্মানকারী? নাকি যারা শরী'আতের বিধান থেকে অঙ্গুলী পরিমাণ বিচ্যুত না হয়ে বলে, শরী'আতে যা এসেছে তার প্রতি ঈমান আনলাম, আমাদের যে ব্যাপারে

৩৯. যেমন- ওয়াহ্হাবী, লা মাযহাবী, রাফাদানী, গায়ের মুক্বাল্লিদ প্রভৃতি।-অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যে ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বা নিষেধ করা হয়েছে তা শ্রবণ করলাম ও মেনে নিলাম। তারা আরো বলে, শরী'আতে যা বর্ণিত হয়নি আমরা তা পরিত্যাগ করলাম ও তা থেকে বিরত থাকলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রগামী হওয়া আমাদের জন্য উচিত নয়। আর আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে এমন কোন কথা বলা উচিত নয়, যা তার অংশ নয়। এ দু'টো দলের কোনটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে মহব্বতকারী এবং সম্মানকারী?

নিঃসন্দেহে যারা বলে, আমরা ঈমান আনলাম, শারঈ বিষয়ে আমাদের যা জানানো হয়েছে তা বিশ্বাস করলাম এবং যে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা শুনলাম ও মেনে নিলাম। তারা আরো বলে, আমাদের যে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়নি তা থেকে বিরত থাকলাম। তারা এটাও বলে যে, আমরা আল্লাহ্র শরী'আতের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করাকে আমাদের অন্তরে সামান্যতম স্থান দেইনি অথবা আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে নিত্য-নতুন বিদ'আত সৃষ্টি করিনি। নিঃসন্দেহে এরাই নিজেদের ও তাদের স্রষ্টার মর্যাদাকে বুঝেছে। এরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে যথার্থ মর্যাদা দান করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা প্রকাশ করেছে। ওরা নয়, যারা আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে বিশ্বাস, কথা ও কর্মের ক্ষেত্রে বিদ'আত সৃষ্টি করে, যা তাতে নেই। আপনি এমন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হবেন, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে সম্যক অবগত। إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ 'ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি হ'তে সাবধান। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিয়ে যাবে'।[৪০]

৪০. আহমাদ হা/১৭২৭৪, ১৭২৭৫; আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; হাকেম হা/৩৩২; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫। হাদীছটির পূর্ণাঙ্গ রূপ হ'ল- ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হয়েছে যে, وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّ هذه مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ : أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا

তারা জানে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী كُلَّ بِدْعَةٍ (সকল বিদ'আত) বাক্যাংশটি পূর্ণাঙ্গতা জ্ঞাপক, ব্যাপক, পরিব্যাপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক অর্থ নির্দেশকারী শব্দ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী শব্দ كُلٌّ দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর যিনি এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ উল্লেখ করেছেন তিনি এর মর্ম ভাল করেই জানতেন। সৃষ্টিজগতের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী এবং সৃষ্টির অধিক কল্যাণকামী। তিনি অর্থহীন কোন শব্দ উচ্চারণ করতেন না। তাই নবী করীম (ছাঃ) যখন বলেছিলেন, كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা), তখন তিনি যা বলছিলেন তা এবং তার অর্থ জানতেন। তাঁর এই বাণী জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ উপদেশ রূপেই তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল।

যখন উল্লেখিত বাক্যে এই তিনটি বিষয় পূর্ণ হ'ল (১) ইচ্ছা ও (২) কল্যাণ কামনার পূর্ণতা (৩) এবং বিশুদ্ধতা ও জ্ঞান-অবগতির পূর্ণতা, তখন তা প্রমাণ করে যে, সেখানে যে অর্থ হওয়া যথার্থ ছিল তাই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। সুতরাং এই পূর্ণাঙ্গতাবাচক শব্দ (كل) ব্যবহারের পরেও বিদ'আতকে তিন প্রকার বা পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা কি ঠিক হবে? এটা কখনোই ঠিক হবে না। আর কিছু আলেম দাবী করেন যে, 'বিদ'আতে

حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَي اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ- 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করলেন। যাতে আমাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হ'ল এবং চক্ষু হ'তে অশ্রু প্রবাহিত হ'তে লাগল। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! মনে হচ্ছে এটিই আপনার বিদায়ী ভাষণ। অতএব আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ প্রদান করুন! তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে অছিয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করার জন্য এবং তোমাদের নেতার আনুগত্য করার জন্য- সেই নেতা যদি একজন হাবশী ক্রীতদাসও হন। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে, তারা বহুবিধ মতানৈক্য দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমরা আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করবে। তোমরা তা মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। সাবধান! শরী'আতের মধ্যে নতুন বিষয়ের প্রচলন ঘটানো হ'তে বিরত থাকবে। কেননা প্রতিটি নবোদ্ভূত বস্তুই হ'ল বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই হ'ল ভ্রষ্টতা' *(তিরমিযী হা/২৬৭৬; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫; ছহীহুল জামে' হা/২৫৪৯)*।-অনুবাদক।

হাসানা' নামে একটি বিদ'আত আছে। তাদের এ দাবী দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়।

(১) কর্মটি আসলে বিদ'আতই নয়, কিন্তু সে এটাকে বিদ'আত মনে করে।

(২) সেটা মূলতঃ নিকৃষ্ট বিদ'আত। কিন্তু সে তার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে জানে না।

সুতরাং যে বিদ'আতকেই হাসানা দাবী করা হবে এটাই হবে তার উত্তর।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, আমাদের হাতে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত ধারালো তরবারী সদৃশ্য বাণী (كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ) থাকা অবস্থায় বিদ'আতীদের বিদ'আতী কার্যকলাপকে 'বিদ'আতে হাসানা' বলার কোন সুযোগ নেই। এই ধারালো তরবারীটি রিসালাত ও নবুঅতের কারখানায় নির্মিত হয়েছে। কোন দুর্বল কারখানায় তা নির্মিত হয়নি। আর এ অলংকারপূর্ণ ভাষায় নবী (ছাঃ) তা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং যার হাতে এরূপ ধারালো তরবারী আছে, বিদ'আতে হাসানা বলে কেউ তার মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।

আমি যেন অনুভব করছি যে, আপনাদের অন্তরে একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে বলছে, সত্যের অনুগামী আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর ব্যাপারে আপনি কি বলবেন, যখন তিনি উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ-দারীকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন রামাযান মাসে লোকদেরকে তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়ান। অতঃপর যখন লোকেরা তাদের ইমামতিতে জামা'আতে তারাবীহ ছালাত আদায় করছিল, তখন তিনি বের হয়ে বলেছিলেন, نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِى يَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِىْ يَقُوْمُوْنَ 'এ নতুন পদ্ধতিটি কতইনা সুন্দর! আর যারা এ ছালাত হ'তে ঘুমাচ্ছে তারা এই ছালাতে (বিচ্ছিন্নভাবে) দণ্ডায়মানদের থেকে উত্তম'।[৪১]

৪১. বুখারী হা/২০১০ 'তারাবীহ্র ছালাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৩০১, হাদীছটির পূর্ণাঙ্গ রূপ হ'ল-

দু'ভাবে এর উত্তর প্রদান করা যায়-

(১) কোন মানুষের জন্য কারো কোন কথা দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর কথার বিরোধিতা করা বৈধ নয়। এমনকি নবী (ছাঃ)-এর পরে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবূবকর, উম্মতের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ওমর, উম্মতের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ওছমান ও উম্মতের চতুর্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আলী (রাঃ)-এর উক্তির মাধ্যমেও নয়। তাঁরা ব্যতীত অন্য কারো কথার দ্বারাও রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তির বিরোধিতা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِـيْمٌ 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعلـــه إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلّم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه لَيْلَةً فِى رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ إِنِّى أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِى يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِى يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ–

আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল ক্বারী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রামাযানের এক রাতে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সাথে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখি যে, লোকেরা এলোমেলোভাবে জামা'আতে বিভক্ত। কেউ একাকী ছালাত আদায় করছে আবার কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করছে এবং তার ইকতেদা করে একদল লোক ছালাত আদায় করছে। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে জমা করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপর তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে সকলকে জমা করে দিলেন। পরে আর এক রাতে আমি তাঁর [ওমর (রাঃ)] সাথে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে ছালাত আদায় করছিল। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, কতই না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! আর যারা এ ছালাত হ'তে ঘুমাচ্ছে তারা এই ছালাতে (বিচ্ছিন্নভাবে) দণ্ডায়মানদের থেকে উত্তম। এর দ্বারা তিনি শেষ রাত বুঝিয়েছেন। কেননা তখন রাতের প্রথমভাগে লোকেরা ছালাত আদায় করত'।- অনুবাদক।

'তুমি কি জান ফিৎনা কি? ফিৎনা হ'ল শিরক। কেউ যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে, তখন তার হৃদয়ে বক্রতা সৃষ্টি হয়। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায়'।[৪২]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتقولون قال أبو بكر وعمر 'আশংকা হয় যে, আকাশ থেকে তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করা হবে। আমি বলছি যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আর তোমরা বলছ, আবূবকর ও ওমর বলেছেন'।[৪৩]

(২) আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীকে সম্মান করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে অন্যতম কঠোর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এমনকি তিনি আল্লাহ্র বাণীর নিকট আত্মসমর্পণকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আর মোহরের সীমা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অভিযোগ উত্থাপনকারিনী মহিলার ঘটনাটি যদি ছহীহ হয়, যে সম্পর্কে অনেকেই জানত না। মহিলাটি আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا 'যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে চাও এবং তাদের কাউকে অধিক ধন-সম্পদ দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরৎ নিয়ো না। তোমরা কি তা অপবাদ দিয়ে ও প্রকাশ্য পাপের মাধ্যমে গ্রহণ করবে?' *(নিসা ৪/২০)*।

মোহরের সীমা নির্ধারণ করার যে ইচ্ছা ওমর (রাঃ) পোষণ করেছিলেন এ আয়াত শ্রবণ করে তা থেকে বিরত থাকলেন। কিন্তু এ ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। তবে উদ্দেশ্য হ'ল এটা বর্ণনা করা যে, ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র সীমার নিকটে থেমে যেতেন, সীমা অতিক্রম করতেন না।

৪২. উছায়মীন, শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন ১/১৭৯; হিওয়ার মা'আল মালেকী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯।
৪৩. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/২৫০; শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন, ১/১৭৯।

সুতরাং ওমর (রাঃ)-এর মানবকুলের সর্দার মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বাণীর বিরোধিতা করে কোন বিদ'আত সম্পর্কে نعمت البدعة هـــذه (এটা উত্তম বিদ'আত) বলা এবং বিদ'আত অর্থ রাসূল (ছাঃ) كل بدعة ضـــلالة 'সকল বিদ'আত ভ্রষ্টতা'[৪৪] বলে যে বিদ'আতকে বুঝিয়েছিলেন তা হওয়া সংগত নয়। বরং ওমর (রাঃ) যে বিদ'আত সম্পর্কে نعمـــت البدعـــة (উত্তম বিদ'আত) বলেছেন তাকে অন্য একটা বিদ'আতের উপর প্রয়োগ করতে হবে। যেটি রাসূল (ছাঃ) كـــل بدعـــة ضـــلالة বলে যে বিদ'আতের কথা বলেছেন তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ওমর (রাঃ) نِعْمَتِ الْبِدْعَـــةُ هَـــذِهِ দ্বারা সকল মানুষকে একই ইমামের অধীনে একত্রিত করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তার কারণ ইতিপূর্বে তারা বিচ্ছিন্ন ছিল। আর রামাযান মাসে ক্বিয়ামুল লাইল-এর বিধান রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত ছিল। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّىْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাতে মসজিদে (তারাবীহ) ছালাত আদায় করলেন। তাঁর সাথে কিছু মানুষও ছালাত আদায় করল। অতঃপর পরের দিনও তিনি তারাবীহ্র ছালাত আদায় করলেন। এতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। অতঃপর ৩য় বা ৪র্থ রাত্রিতে লোকেরা সমবেত হ'ল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট বের হ'লেন না। সকাল বেলায় তিনি বললেন, তোমরা যা করেছ আমি তা দেখেছি। কিন্তু

৪৪. বুখারী হা/২০১০; মিশকাত হা/১৩০১।

তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ব্যতীত অন্য কোন কারণ আমাকে তোমাদের নিকট বের হ'তে বাধা দেয়নি। কারণ (ফরয হয়ে গেলে) তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়বে'।[৪৫]

সুতরাং রামাযান মাসে জামা'আতে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। ওমর (রাঃ) একে এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আত বলেছেন যে, যখন রাসূল (ছাঃ) তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতে আদায় থেকে বিরত থাকলেন, তখন লোকেরা একাকী, দু'জন মিলে, তিনজন মিলে বা ছোট ছোট বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মসজিদে ছালাত আদায় করছিল। তখন ওমর (রাঃ) তার সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লোকদেরকে এক ইমামের অধীনে একত্রিত করার কথা ভাবলেন। সুতরাং ওমর (রাঃ)-এর এ কাজটি ইতিপূর্বে লোকদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে ছালাত আদায় করার দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আত। এটা মূলতঃ বিদ'আতে ইযাফিয়াহ (স্থান, সময় ও পদ্ধতিগত বিদ'আত)। এটা সাধারণভাবে নতুন কোন বিদ'আত ছিল না, যেটা ওমর (রাঃ) দ্বীনের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। কেননা স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এ সুন্নাতটি বিদ্যমান ছিল। এটা অবশ্যই সুন্নাত। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে এটি পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে ওমর (রাঃ) তা পুনরায় চালু করেন। বিদ'আতীরা ওমর (রাঃ)-এর উক্ত কথার উপর নির্ভর করে কস্মিনকালেও এমন কোন ফাঁক-ফোকর খুঁজে পাবে না, যার মাধ্যমে তাদের বিদ'আতী কোন কাজকে ভাল মনে করবে।[৪৬]

---

৪৫. বুখারী হা/২০১২; মুসলিম হা/৭৬১।

৪৬. সম্ভবতঃ নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফতের উপরে আপতিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে ১ম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকালে (১১-১৩ হিঃ) তারাবীহ্র জামা'আত পুনরায় চালু করা সম্ভবপর হয়নি। ২য় খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) স্বীয় যুগে (১৩-২৩ হিঃ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহু সংখ্যক মুছল্লীকে মসজিদে বিক্ষিপ্তভাবে উক্ত ছালাত আদায় করতে দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সুন্নাত অনুসরণ করে তাঁর খেলাফতের ২য় বর্ষে ১৪ হিজরী সনে মসজিদে নববীতে ১১ রাক'আতে তারাবীহ্র জামা'আত পুনরায় চালু করেন (মির'আত ২/২৩২ পৃঃ; ঐ, ৪/৩১৫-১৬ ও ৩২৬ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৪)। যেমন সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন,

أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَّقُوْمَا لِلنَّاسِ فِىْ رَمَضَانَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً–

কোন প্রশ্নকারী বলতে পারেন, এমন কিছু নতুন বিষয় রয়েছে যা মুসলমানরা গ্রহণ করেছে এবং তার উপর আমল করছে। অথচ সেগুলি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে পরিচিত ছিল না। যেমন মাদরাসা নির্মাণ, গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি। এগুলিকে মুসলিম সমাজ ভাল মনে করেছে, তার উপর আমল করেছে এবং তারা এগুলিকে উত্তম কাজ হিসাবে গণ্য করেছে। তাহ'লে আপনি এসকল কাজ যার উপর মুসলিম সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং মুসলমানদের নেতা ও নবী এবং বিশ্ব প্রতিপালকের নবীর বাণী كل بدعة ضلالة (সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা)-এর মাঝে কিভাবে সমন্বয় সাধন করবেন?

এর উত্তর হ'ল, আসলে এগুলি বিদ'আত নয়। বরং এটা শরী'আতসিদ্ধ কাজের দিকে পৌঁছার একটা মাধ্যম মাত্র। আর স্থান-কাল-পাত্রভেদে মাধ্যম সমূহ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আর স্বতঃসিদ্ধ কায়েদা হ'ল, মাধ্যমগুলোর বিধান উদ্দেশ্যগুলোর মতো হয়ে থাকে (الوسائل لها أحكام المقاصد)। কাজেই শরী'আতসম্মত বিষয়ের মাধ্যমগুলো বৈধ এবং শরী'আত বিরোধী মাধ্যমগুলো অবৈধ। বরং হারামের মাধ্যমগুলো হারাম। আর কোন ভাল কাজ যখন খারাপ কাজের মাধ্যম হবে তখন সেটা খারাপ এবং নিষিদ্ধ। আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী মনোযোগ দিয়ে শুনুন- وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ (হে বিশ্বাসীগণ!)' তোমরা তাদের গালি দিয়ো না যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে আহ্বান করে। তাহলে ওরা অজ্ঞতাবশে ধৃষ্টতা করে আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে' *(আন'আম ৬/১০৮)*। মুশরিকদের উপাস্যগুলিকে গালি দেওয়া অজ্ঞতা নয়, বরং সঠিক ও যথোপযুক্ত। কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে গালি

'খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হযরত উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। এই ছালাত (إِلَى فُرُوْعِ الْفَجْرِ) ফজরের প্রাক্কাল (সাহারীর পূর্ব) পর্যন্ত দীর্ঘ হ'ত' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৭৯; আছার ছহীহাহ হা/১৩২; মিশকাত হা/১৩০২ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭)*।-অনুবাদক।

দেওয়া অজ্ঞতা, সীমালংঘন ও যুলুম। এজন্য মুশরিকদের উপাস্যগুলিকে গালি দেওয়ার মত প্রশংসিত কাজ যখন আল্লাহকে গালি দেওয়ার মত ঘৃণিত কাজের কারণ হয়ে গেল, তখন সেটা (বিধর্মীদের উপাস্যগুলিকে গালি দেয়া) হারাম ও নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

আমি এ কথার দলীল হিসাবে এটা পেশ করলাম যে, মাধ্যম সমূহের জন্য উদ্দেশ্য সমূহের বিধান প্রযোজ্য। অতএব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও গ্রন্থ রচনা যদিও শাব্দিক অর্থে বিদ'আত, যা বর্তমান ধাচে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না, কিন্তু এটা উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা একটা মাধ্যম মাত্র। আর মাধ্যম সমূহের জন্য উদ্দেশ্য সমূহের বিধান প্রযোজ্য। এজন্য কোন ব্যক্তি যদি হারাম জ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য কোন মাদরাসা বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, তাহ'লে তার ভবন নির্মাণও হারাম সাব্যস্ত হবে। আর যদি কেউ দ্বীনী ইলম শিক্ষাদানের জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার ভবন নির্মাণ শরী'আতসম্মত হবে।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলেন, আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নের হাদীছটির কি জবাব দিবেন مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নেকীর কাজ চালু করল, তার জন্য তার পুরস্কার ও পরবর্তীতে এর উপরে আমলকারী সকলের পুরস্কার প্রদত্ত হবে। তবে তাদের পুরস্কার বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না'।[৪৭] এখানে سن অর্থ شرع 'চালু করল'।

---

৪৭. মুসলিম হা/১০১৭ 'যাকাত' অধ্যায়। পূর্ণাঙ্গ হাদীছটি পেশ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। وَعَنْ جَرِيْرٍ، قَالَ: كُنَّا فِى صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُّضَرٍ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرٍ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: (يَاأَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ (إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا)، وَالآيَةُ الَّتِى فِى الْحَشْرِ (اتَّقُوْا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ، حَتَّى قَالَ: وَلَوْبِشِقِّ تَمْرَةٍ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ

উত্তরে বলা যায়, যে রাসূল مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً বলেছেন, তিনিই كل بدعة ضلالة বলেছেন। আর এটা অসম্ভব যে সত্যবাদী রাসূল

بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تُعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ. حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، رواه مسلم

হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) বলেন, একদিন পূর্বাহ্নে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একদল অর্ধনগ্ন লোক কালো ডোরাকাটা ছিন্নবস্ত্র অথবা (সাধারণ আরবী পোষাক) 'আবা' পরিধান করে তরবারি ঝুলিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। যাদের অধিকাংশ বরং সকলেই ছিল 'মুযার' গোত্রের লোক। তাদের মধ্যে অনাহারের চিহ্ন দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বেরিয়ে এলেন এবং বেলালকে আযান ও একামতের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর (সকলকে নিয়ে) ছালাত আদায় করলেন এবং ছালাত শেষে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি প্রথমে সূরা নিসার ১ম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন ব্যক্তি হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে। অতঃপর ঐ দু'জন থেকে বিস্তৃত করেছেন অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট থেকে (নিজেদের অধিকার) দাবী করে থাক এবং (ভয় কর) আত্মীয়তার বন্ধনকে (তা ছিন্ন করা হ'তে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন' *(নিসা ৪/১)*। অতঃপর তিনি সূরা হাশরের ১৮নং আয়াতটি পড়লেন। 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত আগামীকালের জন্য (ক্বিয়ামতের জন্য) সে কি (নেক আমল) অগ্রিম পেশ করেছে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কিছু কর, সব খবর রাখেন' *(হাশর ৫৯/১৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য শুনে কেউ তার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) থেকে, কেউ তার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) থেকে, কেউ তার কাপড়-চোপড় থেকে, কেউ তার গমের ছা' থেকে এবং কেউ তার খেজুরের ছা' থেকে ছাদাক্বা করল। তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদিও খেজুরের একটি টুকরা হয়'। রাবী বলেন, অতঃপর আনছারদের জনৈক ব্যক্তি একটা ভরা থলি নিয়ে উপস্থিত হ'ল, যা উঠাতে লোকটির হাত অক্ষম হচ্ছিল বরং অক্ষমই হয়ে পড়েছিল। অতঃপর একে একে আসতে শুরু হ'ল। এমনকি আমি দেখলাম যে, (অল্প সময়ের মধ্যে) খাদ্য ও বস্ত্রের দু'টি স্তূপ জমে গেল। আমি দেখলাম যে, আল্লাহ্র রাসূলের চেহারা খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠেছে, যেন তা স্বর্ণমণ্ডিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম রীতি চালু করল, তার জন্য তার পুরস্কার রয়েছে এবং পুরস্কার রয়েছে তাদের, যারা তার পরে উক্ত কাজ করে। অথচ এর ফলে তাদের নিজস্ব পুরস্কারের কোনই কমতি হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন মন্দ রীতি চালু করল, তার জন্য তার গোনাহ রয়েছে এবং গোনাহ রয়েছে তাদের, যারা তার পরে উক্ত মন্দ কাজ করে। অথচ এর ফলে তাদের নিজস্ব গোনাহের কিছুই কম করা হবে না' *(মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০)*।-অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

(ছাঃ)-এর মুখ থেকে এমন কথা বের হবে, যা তাঁরই অন্য একটা বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। আর এটাও অসম্ভব যে, কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর দু'টি বাণীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। আর এটাও অসম্ভব যে, কখনো দু'টি হাদীছ পরস্পর বিরোধপূর্ণভাবে একই অর্থে ব্যবহৃত হবে। যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ্র বাণী বা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর মধ্যে বিরোধ আছে, সে যেন তার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে নেয়। কারণ এ ধারণা এসেছে তার বুঝার ত্রুটি বা অক্ষমতা থেকে। আল্লাহ্র বাণী বা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর মধ্যে বিরোধ থাকা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং ব্যাপারটি যদি এমনই হয় তাহ'লে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً ও كل بدعة ضلالة حَسَنَةً এ দুটি হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ 'যে ইসলামে প্রবর্তন করল'। অথচ বিদ'আত ইসলামের কোন অংশ নয়। তিনি আরো বলেছেন, حَسَنَة (সুন্দর)। আর বিদ'আত কখনো হাসানাহ বা সুন্দর নয়। সুন্নাত ও বিদ'আতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

এর আরও একটি উত্তর দেয়া যেতে পারে। তা এই যে, مَنْ سَنَّ-এর অর্থ হ'ল যে ব্যক্তি কোন মৃত সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করল (নতুনভাবে চালু করল)। আর এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এই সুন্নাতটি স্থান, সময়, পদ্ধতি ও সম্বন্ধগত সুন্নাত হবে। যেমন কোন ব্যক্তি কোন পরিত্যক্ত সুন্নাতকে জীবিত করলে সেটা স্থান, সময়, পদ্ধতি ও সম্বন্ধগত বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে।

এর তৃতীয় উত্তর হ'ল হাদীছটি বর্ণিত হওয়ার পেক্ষাপট। আর তা হ'ল একটা প্রতিনিধি দলের ঘটনা, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এমন সময় আগমন করেছিল, যখন তারা অর্থনৈতিকভাবে কঠিন সংকটে ছিল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য দান করার আহ্বান জানালেন। ফলে একজন আনছারী ছাহাবী থলি ভর্তি চাঁদি হাতে নিয়ে আগমন করলেন, যা ছিল অনেক ভারী। তিনি থলিটি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে রাখলে আনন্দে

তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আনন্দে বলে ফেললেন, 'যে ইসলামে একটা সুন্দর নীতিকে প্রবর্তন করল সে তার ছওয়াব পাবে এবং যে আমল করবে তার প্রতিদানও সে পাবে'।[৪৮] এখানে السن -এর অর্থ বাস্তবায়নের দিক থেকে কোন কাজ চালু করা; বিধানগতভাবে শরী'আতে নতুন কোন আমল প্রবর্তন করা নয়। সুতরাং ... من سن -এর অর্থ দাঁড়াল যে ব্যক্তি বাস্তবায়নের দিক থেকে তার প্রতি আমল করবে; উদ্ভাবন করবে না। কেননা শরী'আতে নতুন বিধান প্রবর্তন করা নিষেধ (كل بدعة ضلالة)।

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! জেনে রাখা উচিত যে, অনুসরণ ও অনুকরণ ততক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ হবে না যতক্ষণ না আমলটি ছয়টি বিষয়ে শরী'আতের অনুকূলে হবে।

(১) السبب বা কারণগতভাবে :

যখন মানুষ আল্লাহ্র জন্য এমন ইবাদত করবে, যা শরী'আতসম্মত নয় এমন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, তখন সেটি বিদ'আত এবং প্রত্যাখ্যাত হিসাবে পরিগণিত হবে। যেমন কিছু লোক রজব মাসের ২৭ তারিখে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করে এ যুক্তিতে যে, এ রাত্রিতে রাসূল (ছাঃ)-কে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[৪৯] অতএব তাহাজ্জুদের ছালাত একটা ইবাদত। কিন্তু যখন সে এই কারণের সাথে তাকে সংশ্লিষ্ট করল তখন সেটা বিদ'আত হয়ে গেল। কেননা সে এই ইবাদতের ভিত্তি নির্মাণ করেছে এমন একটা কারণের উপর, যা শরী'আতে প্রমাণিত নেই। কারণগতভাবে ইবাদত শরী'আতের অনুকূলে হওয়ার জন্য এ বিবরণটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে অনেক বিদ'আত সুস্পষ্ট হয়ে যাবে, যেগুলো সুন্নাত না হ'লেও সুন্নাত হিসাবে গণ্য করা হয়।

---

৪৮. মুসলিম হা/১০১৭ 'যাকাত' অধ্যায়।

৪৯. মি'রাজের রাতে ইবাদত করা এবং তার মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য অনুষ্ঠান করা অবশ্যই ভিত্তিহীন। যেমন ২৭শে রজব মি'রাজ হওয়ার প্রমাণে কোন দলীল নেই, তেমনি কোন মাসে মি'রাজ হয়েছে তারও কোন জোরালো প্রমাণ নেই। মি'রাজ উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন ইবাদত করা বা কোন অনুষ্ঠান করা রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। কাজেই এ বিদ'আতী আমল অবশ্যই পরিত্যাজ্য।-অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

(২) الجـــنس বা ধরনগতভাবে : ধরনের ক্ষেত্রে ইবাদতকে অবশ্যই শরী'আতের অনুকূলে হতে হবে। যদি মানুষ এমন পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, যার ধরন শরী'আত সমর্থিত নয়, তাহ'লে সেটা অগ্রহণযোগ্য। যেমন কোন ব্যক্তি যদি ঘোড়া কুরবানী করে তাহ'লে তার কুরবানী সিদ্ধ হবে না। কেননা সে ধরনের ক্ষেত্রে শরী'আতের বিরোধিতা করেছে। কারণ চতুষ্পদ জন্তু যেমন উট, গাভী, ছাগল ছাড়া কুরবানী সিদ্ধ হবে না।[৫০]

(৩) القـــدر বা পরিমাণগতভাবে : মানুষ যদি ইচ্ছা করে যে ফরয হিসাবে এক ওয়াক্ত ছালাত বৃদ্ধি করবে, তাহ'লে আমরা বলব যে, এটা বিদ'আত এবং অগ্রহণযোগ্য। কারণ পরিমাণের ক্ষেত্রে এটা শরী'আহ বিরোধী। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি যোহরের ছালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করে তাহ'লে সর্বসম্মতিক্রমে তার ছালাত সিদ্ধ হবে না।

(৪) الكيفية বা পদ্ধতিগতভাবে : যদি কোন ব্যক্তি ওযূ করার সময় প্রথমে দুই পা ধৌত করে, অতঃপর মাথা মাসাহ করে, এরপর দু'হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করে, তাহ'লে আমরা বলব, তার ওযূ বাতিল। কেননা সে পদ্ধতির ক্ষেত্রে শারঈ বিধানের বিপরীত করেছে।

(৫) الزمـــان বা সময় ও কালগতভাবে : যদি কোন ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিনে কুরবানী করে তাহ'লে সময়ের ক্ষেত্রে শারঈ বিধানের বিপরীত হওয়ায় তার কুরবানী গ্রহণীয় হবে না। আমি শুনেছি কিছু মানুষ যবহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রামাযান মাসে ছাগল যবেহ করে। এ পদ্ধতিতে এ কাজটি বিদ'আত। কারণ কুরবানী ও আক্বীকার পশু

---

৫০. কুরবানীর পশু হ'ল- উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি। এগুলির বাইরে অন্য পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না *(আন'আম ৬/১৪৩-৪৪; মির'আত ৫/৮১ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯ পৃঃ)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না' *(কিতাবুল উম্ম, বৈরুত ছাপা: ২/২২৩ পৃঃ)*। -অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

যবেহ ছাড়া এমন কোন যবেহ নেই যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়। সুতরাং ঈদুল আযহার যবহের মতো নেকী পাওয়ার আশায় রামাযান মাসে যবেহ করলে সেটা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। তবে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে করলে সেটা বৈধ হবে।

(৬) المكان বা স্থানগতভাবে : কোন ব্যক্তি যদি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ করে, তাহ'লে তার ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। কারণ মসজিদ সমূহ ছাড়া ই'তিকাফ বৈধ নয়। যদি কোন মহিলা বলে, আমি বাড়িতে মুছাল্লায় (ছালাত আদায়ের স্থান) ই'তিকাফ করব, তাহ'লে স্থানের ক্ষেত্রে শরী'আতের বিপরীত করার কারণে তার ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। উদাহরণস্বরূপ আরো বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি কা'বা তওয়াফ করার ইচ্ছা করে অতঃপর দেখে যে 'মাতাফ' (তওয়াফ করার স্থান) ও তার আশপাশের স্থান জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে সে যদি মসজিদের পিছন দিকে তওয়াফ করা শুরু করে তাহ'লে তার তওয়াফ শুদ্ধ হবে না। কারণ তওয়াফের স্থান হ'ল কা'বা ঘর। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম খলীল (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ 'আর আপনি তওয়াফকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র করুন' *(হজ্জ ২২/২৬)*।

দু'টি শর্তের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কোন ইবাদত সৎকর্ম হ'তে পারে না। **প্রথম শর্ত হ'ল** ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা। **দ্বিতীয় শর্ত হ'ল** আনুগত্য বা অনুসরণ। তবে পূর্বোল্লেখিত ৬টি বিষয় ব্যতীত অনুসরণ যথার্থ হবে না।

যাদেরকে বিদ'আতের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এবং যাদের উদ্দেশ্য কখনো সৎ হ'তে পারে ও যারা কল্যাণ কামনা করে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলব, যদি আপনারা কল্যাণ কামনা করেন তাহলে আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সালাফে ছালেহীনের পথের চেয়ে অন্য কোন উত্তম পথের কথা আমাদের জানা নেই।

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! আপনারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে শক্তভাবে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরুন, সালাফে ছালেহীনের রেখে যাওয়া পথে পরিচালিত

হৌন এবং সে পথের উপর অটল থাকুন, যে পথের উপর তাঁরা অটল ছিলেন। আর দেখুন তো, তাতে আপনাদের কোন ক্ষতি হয় কি-না?

আমার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলা থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চেয়ে বলছি, আপনি বিদ'আতে আগ্রহী ব্যক্তিদের অনেককে অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত শারঈ বিধানাবলী পালনে ও সুন্নাত বাস্তবায়নে একেবারে দুর্বল-নিস্তেজ পাবেন। ফলে যখন তারা এই সমস্ত বিদ'আতী কাজ হ'তে ক্ষান্ত হয়, তখন তারা প্রমাণিত সুন্নাত সমূহকে দুর্বলতার সাথে গ্রহণ করে। এগুলো হ'ল হৃদয়ে বিদ'আতের কুপ্রভাবের ফল। আর অন্তরে বিদ'আতের ক্ষতিকারিতা ব্যাপক এবং দ্বীনের মধ্যে এর ভয়াবহতা মারাত্মক। যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত উদ্ভাবন করে তখন তারা অনুরূপ বা তার থেকে শক্তিশালী সুন্নাতকে ধ্বংস করে দেয়। যেমনটা পূর্ববর্তী কতিপয় আলেম বলেছেন।[৫১] কিন্তু মানুষ যখন অনুভব করবে যে, সে একজন অনুসারী, শরী'আত প্রণেতা নয়, তখন এর দ্বারা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি তার পূর্ণ ভয়, বিনয়-নম্রতা, ইবাদত বা দাসত্ব এবং মুত্তাক্বীদের ইমাম, নবীগণের নেতা ও বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য অর্জিত হবে।

আমি ঐ সকল মুসলিম ভাইদেরকে নছীহত করছি, যারা বিদ'আত উদ্ভাবন করে সেটাকে 'হাসানাহ' বা ভাল মনে করে। সেটা আল্লাহ্র সত্তা, তাঁর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে হৌক অথবা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সম্মানের ক্ষেত্রে হৌক, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং বিদ'আত থেকে বিরত থাকে। তারা যেন আনুগত্যের উপর তাদের কর্ম সমূহের ভিত্তি নির্মাণ করে, বিদ'আতের উপরে নয়। ইছলাছের উপরে, শিরকের উপরে নয়। সুন্নাতের উপরে, বিদ'আতের উপরে নয়। রহমান তথা আল্লাহ্র পসন্দের উপর,

---

৫১. عَنْ حَسَّانَ قَالَ : مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِى دِينِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لاَ يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'হাসসান বিন আত্বিয়াহ (রহঃ) বলেন, যখন কোন কওম দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য হ'তে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত সে সুন্নাত আর তাদের মাঝে ফিরিয়ে দেন না' *(দারেমী হা/৯৮; মিশকাত হা/১৮৮; আছার ছহীহাহ হা/২৯, সনদ ছহীহ)*।

শয়তানের পসন্দের উপর নয়। আর তারা যেন লক্ষ্য করে এর মাধ্যমে তাদের অন্তরে নিরাপত্তা, জীবনীশক্তি, আত্মিক প্রশান্তি ও (হেদায়াতের) মহা আলোর কতটুকু অর্জিত হচ্ছে?

আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে সুপথপ্রাপ্ত ও সংস্কারক নেতা বানিয়ে দেন, আমাদের অন্তর সমূহকে ঈমান ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেন এবং আমাদের জ্ঞানকে যেন আমাদের ধ্বংসের কারণ হিসাবে নির্ধারণ না করেন। তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর মুমিন বান্দাদের পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁর মুত্তাক্বী বন্ধুদের ও সফলকামদের দলভুক্ত করেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

اللهم اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (৩৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোউলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।

www.ahlehadeethbd.org